গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজত্ব কালকে বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। সেই যুগে শুধুমাত্র বাংলায় একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, উত্তর ভারতের ইতিহাসে বাংলা অভূতপূর্ব প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

শশাঙ্কের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সঠিক ভাবে কিছু জানা যায়নি। শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত, নরেন্দ্রাদিত্য ইত্যাদি উপাধি নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। গুপ্ত সম্রাটরা তাদের নামের শেষে আদিত্য কথাটি লিখতেন। শশাঙ্কের কিছু মুদ্রাতে আবার পদ্মাসনা লক্ষ্মীর মূর্তি খোদাই করা পাওয়া গেছে। এই রকম লক্ষ্মীমূর্তি গুপ্ত রাজাদের খোদিত মুদ্রাতেও লক্ষ করা গেছে। এই সমস্ত থেকে অনেক ঐতিহাসিক শশাঙ্কের সঙ্গে গুপ্ত বংশের সম্পর্ক আছে বলেছেন। আর. ডি. ব্যানার্জি বলেছেন, শশাঙ্ক, পূর্ববর্তী গুপ্ত বংশের সন্তান। তিনি মহাসেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কিন্তু কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ না থাকার জন্য এই মতকে অনেকেই অস্বীকার করেছেন। হোরিতাশ্বের গিরিতে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' নামটি খোদাই রয়েছে। ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক আসলে গৌড়রাজ শশাঙ্ক। শশাঙ্ক প্রথম জীবনে একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন তবে কোনও রাজার অধীনে সামন্ত নরপতি ছিলেন এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আর. জি. বসাকের মতে, গৌড়ের রাজা জয়নাগের বংশধর ছিলেন শশাঙ্ক। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় মহাসেন গুপ্তের সামন্ত ছিলেন শশাঙ্ক। মজুমদার বলেছেন, ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক, পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের কাছ থেকে গৌড়দেশ জয় করেন এবং কর্ণসুবর্ণে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্যবিস্তার: শশাঙ্ক গৌড়ে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করে প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে রাজ্যবিস্তার শুরু করেন। গৌড় বলতে উত্তরবাংলা এবং পশ্চিমবাংলার কিছু অংশকে বোঝাত। মেদিনীপুর লেখ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শশাঙ্ক মেদিনীপুরের দাঁতন ও ওড়িশার বালেশ্বর অঞ্চল জয় করেন। ওড়িশার বোপদ অঞ্চলে রাজত্ব করত শৈলোদ্ভব রাজবংশ। যারা গৌড় অধিপতি শশাঙ্কের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। বলা হয় যে, বাংলার বাইরে রাজ্যবিস্তার করার আগে শশাঙ্ক সমস্ত বাংলাদেশে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাকৃতিক সীমান্ত স্থাপন: শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার নীতির প্রথম লক্ষ্য ছিল এক প্রাকৃতিক সীমা লাভের চেষ্টা। প্রাকৃতিক সীমা যথা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে শোনগণ্ডক উপত্যকা, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে চিল্কা হ্রদকে বোঝায়। এই রকম প্রাকৃতিক সীমা না থাকলে রাজ্যগুলির আক্রমণে বাংলার স্বাধীনতা নষ্ট হতো।

Scanned with CamScanner

তাম্রফলক থেকে জানা যায়, গৌড়ের রাজা কামরূপের ভাস্করবর্মাকে শশাঙ্ক পরাজিত করেন। ওড়িশার শৈলোদ্ভব রাজবংশ শশাঙ্কের বশ্যতা স্বীকার করে।

এর পর শশাঙ্ক পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। পশ্চিম দিকে কনৌজের মৌখরী রাজবংশ বাংলা অধিকারের প্রচেষ্টায় ছিল। শশাঙ্ক ও মৌখরীরাজের মধ্যে বিবাদ বাধে। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরী রাজা গ্রহবর্মনের বিবাহ ঘটলে কনৌজ এবং থানেশ্বরের মিলিত জোট গড়ে ওঠে। এই জোটের ফলে শশাঙ্ক বিপন্ন হন। শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এই জোট গড়ার পর শশাঙ্ক পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হন। তিনি বারাণসী পর্যন্ত গঙ্গার উপকূল দখল করেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু ঘটলে তাঁর জামাতা কনৌজের গ্রহবর্মন মৌখরী বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে শশাঙ্ক ও দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করেন এবং গ্রহবর্মনকে নিহত করেন এবং তাঁর পত্নী রাজ্যশ্রীকে বন্দি করেন। প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন মালবের রাজা দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট এবং চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের রচনা থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বাণভট্ট ছিলেন শশাঙ্কের অন্যতম শত্রু হর্ষবর্ধনের সভাকবি এবং হিউয়েন সাঙও হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাঙের লেখনী অত্যধিক ভাবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং হর্ষের পক্ষে প্রশংসাপূর্ণ। সমকালীন গবেষকদের মতে, তথ্যপ্রমাণ থেকে এ কথা সংগত যে শশাঙ্কের আক্রমণেই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘটে।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হর্ষবর্ধন কামরূপের ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা করেন। এর ফলে শশাঙ্ক পূর্বে কামরূপ ও পশ্চিমে হর্ষ দ্বারা আক্রান্ত হন। বাণভট্টের রচনা অনুযায়ী হর্ষ শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং তাঁকে নিজ রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ করেন।

তবে সমকালীন গবেষকরা মনে করেন যে, শশাঙ্ক যদি কোনও যুদ্ধে হর্ষবর্ধনের কাছে পরাজিত হয়েও থাকেন তাতে তাঁর বিশেষ কোনও ক্ষতি সাধিত হয়নি। শশাঙ্কের জীবনকালে তাঁর সাম্রাজ্য সীমা অক্ষুণ্ণ ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন বাংলাদেশ জয় করেন।

সম্ভবত শশাঙ্কই প্রথম বাংলাদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গে এক চরম

Scanned with CamScanner

অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলায় পাল বংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বাবধি প্রায় ১০০ বছর ধরে এই অরাজকতা চলতে থাকে। এই সময় এদেশে বারবার বহিরাক্রমণ ঘটেছে। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তখন গৌড়রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে অনেক ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় পুণ্ড্রবর্ধন, কজঙ্গল, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত এবং সমতট এই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তারানাথ সেই সময় বাংলার অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, সে সময় বাংলার কোনও রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সামন্ত নিজে নিজ এলাকায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন। ফলে জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। বাংলার এই অবস্থাকেই সবাই ব্যঙ্গ করে গৌড়তন্ত্র বলত।

মাৎস্যনায়: শশাঙ্কের মৃত্যু ও পালবংশের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময় বাংলায় যে অরাজকতার অবস্থা চলেছিল সমসাময়িক লিপি এবং কাব্যে তাকে মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে। পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে নির্বিচারে গ্রাস করে, তেমনই অরাজকতার সুযোগে বাংলাদেশে সব দুর্বলদের উপর অত্যাচার ও শোষণ চলত।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পদ্মানদীর উত্তর ভাগে ভাস্করবর্মনের এবং দক্ষিণ ভাগে হর্ষবর্ধনের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। মনে করা হয়, গৌড়ে ভাস্করবর্মনের কর্তৃত্ব বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। এর কিছুকাল পরেই জয়নাগ নামে এক রাজার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। জয়নাগের একটি ভূমিদান পত্র পাওয়া গেছে যেখানে তাঁকে বৈষ্ণব বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ থেকে মনে করা হয় তিনি বেশ শক্তিশালী ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। অনুমান করা হয় বর্তমান বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া এলাকা তাঁর রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

Scanned with CamScanner